ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত।

ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে শ্রমিকের মৃত্যু

রাজগঞ্জ, ১৫ এপ্রিল ঃ ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে রাজগঞ্জের এক যুবকের। বৃহস্পতিবার তাঁর মৃত্যু হলেও এখনও বাড়িতে মৃতদেহ আসেনি। মৃত যুবকের নাম রাজীব রায় (২৫)। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজগঞ্জের মান্তাদারি গ্রাম পঞ্চায়েতের আমিন রায়ের ছেলে রাজীব প্রায় দেড় বছর ধরে কেরলের একটি কারখানায় শ্রমিকের কাজ করতেন। শুক্রবার তাঁরা জানতে পারেন, বৃহস্পতিবার কেরলের এক হাসপাতালে রাজীব মারা গিয়েছেন। কিন্তু মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে পারেননি। এমনকি যে ঠিকাদারের অধীনে রাজীব কাজ করতেন, সেই ঠিকাদারও প্রথমে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। পরে এলাকার জনপ্রতিনিধিদের হস্তক্ষেপে ঠিকাদারের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। মৃতের বাবা জানান, যে ঠিকাদারের অধীনে তাঁর ছেলে কাজ করত, অনেক কষ্টে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। কিন্তু ঠিকাদারও সঠিকভাবে বলছেন না রাজীবের কীভাবে মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া প্রথমে বাড়ির লোককে গিয়ে মৃতদেহ নিয়ে আসার কথা বলেন ঠিকাদার। কিন্তু ছেলেকে নিয়ে আসার খরচ বহন করতে অপারগ আমিনবাবু বলেন, ঠিকাদার মৃতদেহ পাঠিয়ে দেবেন বললেও চারদিন পার হয়ে গিয়েছে। এখনও ছেলের দেহ পাঠানো হয়নি।

বংশীহারীর খুলি কাণ্ডে ধৃত ৬

বুনিয়াদপুর, ১৫ এপ্রিল ঃ বংশীহারীর কইল এলাকার আদিবাসীদের কবরস্থান থেকে খুলি পাচারের অভিযোগে ৬ জনকে গ্রেফতার করল বংশীহারী থানার পুলিশ। উল্লেখ্য, গত শুক্রবার কে বা কারা কবরস্থানের এক কবর খুঁড়ে এক ব্যক্তির মৃতদেহ থেকে খুলি কেটে নিয়ে যায়। ঘটনাটি আদিবাসীদের গোচরে আসলে তাঁরা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তাঁদের অভিযোগ ছিল, পার্শ্ববর্তী জয়দেবপুরের কয়েকজন চড়কপুজোর জন্য খুলিটি মৃতদেহ থেকে কেটে নিয়ে গেছে। শনিবার শতাধিক সশস্ত্র আদিবাসী বংশীহারী থানা প্রাঙ্গণে জমায়েত হয়ে দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের দাবি ছিল, অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে তাঁরা নিজেরাই দোষীদের শাস্তি দেবেন। বিক্ষোভকারীরা একটি লিখিত অভিযোগপত্রও থানায় জমা দেন। অভিযোগ পেয়ে আইসি বিশ্বজিৎ ঘোষ তৎপর হন। শনিবার রাতেই ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়। রবিবার দুপুরে সশস্ত্র আদিবাসীরা ফের বংশীহারী থানায় গেলে আইসি গ্রেফতারের বিষয়টি জানান। এতে আদিবাসীরা শান্ত হন এবং থানা চত্বর ছেড়ে চলে যান। আইসি বলেন, খুলি কাণ্ডে আদিবাসীদের অভিযোগক্রমে ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা খুলি কাণ্ডে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। রবিবার প্রত্যেককে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

রাঙামাটি চা বাগানে চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি

মালবাজার, ১৫ এপ্রিল ঃ মাল শহরের কাছে রাঙামাটি চা বাগানে ফের চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হল। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বাগানের স্প্রিং ফিল্ড ডিভিশনের ১৩ নম্বর সেকশনের চা গাছের নার্সারিতে খাঁচা পাতা ছিল। টোপ হিসেবে ছাগল ব্যবহার করা হয়েছিল। রবিবার সকালে চিতাবাঘের গর্জন শুনে স্থানীয়রা গিয়ে দেখেন, একটি চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হয়েছে। চিতাবাঘের হামলায় ছাগলটিও জখম হয়েছে। খবর পেয়ে মালবাজারের বন্যপ্রাণ স্কোয়াডের কর্মীরা ঘটনাস্থলে যান। স্কোয়াডের দায়িত্বে থাকা বিট অফিসার দুলাল দে বলেন, 'খাঁচায় আটক পুরুষ চিতাবাঘটি অপ্রাপ্তবয়স্ক। সুস্থ অবস্থায় চিতাবাঘটিকে গরুমারা জাতীয় উদ্যানে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বাগানে বেশ কয়েকটি খাঁচা বসানো আছে।' মাল ব্লকের রাঙামাটি চা বাগানে এর আগে চিতাবাঘের আক্রমণে অনেকে আহত হয়েছেন। বেশ কয়েকটি চিতাবাঘ খাঁচাবন্দিও হয়। এর আগে রাঙামাটি চা বাগানে ধরা পড়া একটি পুরুষ চিতাবাঘকে রেডিয়ো কলার পরিয়ে গরুমারা জাতীয় উদ্যানে ছাড়া হয়েছিল। পরে বেতগুড়ি চা বাগান থেকে রেডিয়ো কলার পরানো চিতাবাঘটির মৃতদেহ উদ্ধার হয়।

পরখ করে বেছে নেওয়া হচ্ছে মুখ

দলবদলের ক্ষত দগদগে, ভোটের আগে প্রার্থীদের নিয়ে সতর্ক কংগ্রেস

পুরাতন মালদা, ১৫ এপ্রিল ঃ ২০১৩ সালে হাতে ছিল ৬টি'র মধ্যে ৩টি পঞ্চায়েত। তবে এখন সবকটিই হাতছাড়া। বিজয়ী প্রার্থীরা দলবদল করে তৃণমূলে নাম লেখানোয় মঙ্গলবাড়ি, মহিষবাথানি ও যাত্রাডাঙ্গা- পুরাতন মালদার এই ৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতেই উড়েছে ঘাসফুলের পতাকা। কোথাও মাত্র ১ বছর, আবার কোথাও দুই বা আড়াই বছর স্থায়ী হয়েছিল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের হাওয়া উপেক্ষা করে ওই ৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করতে যথেষ্ট ঘাম ঝরাতে হয়েছিল ব্লক তথা জেলা কংগ্রেস নেতৃত্বকে। অথচ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে নির্দ্বিধায় দলত্যাগ করেছিলেন বিজয়ী প্রার্থীরা। বহু বুঝিয়েও কোনো লাভ হয়নি। সেসময় কংগ্রেস নেতৃত্ব অভিযোগ করেছিলেন, তৃণমূলের প্রলোভন উপেক্ষা করতে না পেরেই দল ছেড়েছিলেন তাঁরা। এক্ষেত্রে বহু অনৈতিক লেনদেনও হয়ে থাকতে পারে বলে অভিযোগ উঠেছিল। যদিও দলত্যাগী প্রার্থীরা সাফ জানিয়েছিলেন, শাসকদলের উন্নয়নের জোয়ারে শামিল হতেই দলত্যাগ করেছেন তাঁরা। এমনই একজন প্রার্থী মহিষবাথানি গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমান প্রধান গুমানী বিশ্বাস জানালেন, 'কংগ্রেসের পঞ্চায়েত থেকে উন্নয়নের কোনো কাজ করা সম্ভব হচ্ছিল না বলেই দলত্যাগ করে তৃণমূলে যোগ দিই। গত ৩ বছরে মহিষবাথানি এলাকায় ৪ থেকে ৫ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজ করেছি আমরা। দলত্যাগ নিয়ে অনৈতিক লেনদেনের বিষয়টিও উড়িয়ে দেন তিনি। মঙ্গলবাড়ি ও যাত্রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের দলত্যাগী কংগ্রেস প্রার্থীরাও একই দাবি করেছেন। তবে বাস্তব যাইহোক না কেন, এই দলত্যাগের ক্ষত এখনো দগদগে কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে। তাতে বাড়তি চিন্তা রাজ্য জুড়ে বইতে থাকা তৃণমূলের হাওয়া। তাই এবার প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্ক দল। মালদা জেলার মতো পুরাতন মালদাতেও কংগ্রেসি আবেগ দলের পক্ষে ইতিবাচক হবে বলে দাবি করছেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। তবে দলীয় নেতানেত্রীর কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে দলবদলের ইতিহাস দেখে। এবারও যাতে ওই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়, তাই প্রার্থীদের রীতিমতো পরখ করে বাছা হয়েছে বলে জানালেন কংগ্রেস বিধায়ক ভূপেন্দ্রনাথ হালদার। প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন দেওয়ার আগে খতিয়ে দেখা হয়েছে তাঁর মানসিকতা ও দলের প্রতি আনুগত্যের বিষয়টি। তবে মনোভাব বদলাতে আবেগকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে দল। পুরাতন মালদা ব্লকে দলীয় প্রার্থীদের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে সেই আবেগকেই বারবার উসকে দিতে দেখা গেল বিধায়ক অর্জুন হালদারকে। তিনি জানালেন, 'যাঁরা দলকে ভালোবাসেন, তাঁরা বিপদে দলকে ছেড়ে যাবেন না। দল ছাড়ে বেইমানরা। আমরা প্রার্থীদের বলেছি, দলের সঙ্গে বেইমানি না করতে। বেইমানি কী মানুষের কাজ? মানুষ হিসাবে বেইমান তকমা প্রার্থীরা চাইবেন না বলেই বিশ্বাস কংগ্রেস নেতৃত্বের। সেই বিশ্বাস রেখেই যাত্রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রার্থী কার্তিক মুর্মু, পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী চুমকি রায় রাম- রা জানালেন, মরে গেলেও দলের সঙ্গে বেইমানি করবেন না। দলীয় নেতৃত্বের বিশ্বাসভঙ্গের কাজ করবেন না বলেই দাবি তাঁদের। তবে তাতে কাজের কাজ কতটা হবে, তা সময় বলবে। কারণ, শাসক শিবিরে তাৎপর্যপূর্ণভাবে জোর ফিসফাস, লড়াই হবে কঠিন। ফল যাইহোক না কেন, আখেরে জিতবে তৃণমূলই। এই গুঞ্জনকে মিথ্যা প্রমাণ করতেই মরিয়া ব্লক কংগ্রেস নেতৃত্ব। তাই প্রতিটি ছোটো-বড়ো প্রচার সভাতেই প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির সমালোচনার পাশাপাশি নিজের দলের প্রার্থীদের পাখিপড়া করে বোঝানোর কাজটিও করা হচ্ছে নিয়ম করে। পুরাতন মালদায় দীর্ঘদিনের কংগ্রেস নেতা তথা এবার জেলাপরিষদ প্রার্থী গোপাল সরকার জানালেন, প্রার্থীদের নিয়ে আমরা এবার বাড়তি সতর্ক।' যদিও সঙ্গে সঙ্গে এও জানালেন, যদি কেউ ভোটে জিতে দল ছাড়তে বদ্ধপরিকর হয়, তাহলে তা রোখা অসম্ভব। অগত্যা মানতেই হচ্ছে, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর।'

চলছে বালি চুরি। শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তোলা সংবাদচিত্র।

ফের অবৈধভাবে বালি তোলা হচ্ছে নোনাই থেকে

গয়েরকাটা, ১৫ এপ্রিল ঃ ধূপগুড়ি ব্লকের শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নোনাই নদী থেকে ফের অবৈধভাবে বালি তোলা শুরু করেছে বালি মাফিয়ারা। প্রশাসন এবং আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রকাশ্যে বহাল তবিয়তে চলছে নদীগর্ভ থেকে বালি তোলার কাজ। নোনাই নদী থেকে ফের বালি তোলার কাজ শুরু হওয়ায় ক্ষোভ ছড়াচ্ছে জনমানসে।

সূত্রের খবর, এই অবৈধভাবে বালি তোলার ঘটনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে দুরামারি এবং নাথুয়ার কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি । নদীতে রীতিমতো ট্র্যাক্টর নামিয়ে চলছে বালি তোলার কাজ। আগেও নোনাই নদী থেকে অবৈধভাবে বালি তোলার অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু প্রশাসনিক সক্রিয়তায় কিছুদিন ধরে বালি তোলার কাজ বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু ভোট আসতেই ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছে বালি মাফিয়ারা। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বালি মাফিয়াদের সঙ্গে যোগ রয়েছে রাজনৈতিক দলগুলির। তাই পঞ্চায়েত ভোটের খরচ তুলতেই ফের বালি মাফিয়ারা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা অবিলম্বে এই অবৈধভাবে বালি তোলার কাজ বন্ধ করার দাবি জানিয়েছেন।

এই বিষয়ে ডুয়ার্স নেচার অ্যান্ড স্লেক লাভার্স অর্গানাইজেশনের অন্যতম সদস্য শুভাশিস ঘোষ বলেন, নদী থেকে প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া বালি তোলা পুরোপুরি অবৈধ ব্যাপার। বালি তোলার ফলে নদীর বাস্তুতন্ত্রে প্রবল ক্ষতি হয়, বন্যার প্রবণতাও বাড়ে। তাই প্রশাসনের কাছে অনুরোধ জানাব, যাতে অবৈধভাবে নোনাই নদী থেকে বালি তোলার কাজ বন্ধ করা হয়।

ধূপগুড়ি ব্লকের বিএলআরও প্রসেনজিৎ ভট্টাচার্য বলেন, 'বিষয়টি আমাদের নজরে ছিল না। তাড়াতাড়ি খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নেব।'

প্রতিশ্রুতিই সার, পূরণ হয়নি সেতু তৈরির দাবি

ময়নাগুড়ি, ১৫ এপ্রিল ঃ গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগেও সেতু তৈরির বিষয়ে মিলেছিল প্রতিশ্রুতি। এরপর কেটে গিয়েছে পাঁচটি বছর। কিন্তু সেতুর দাবি পূরণ হয়নি। এ নিয়ে কোনো উদ্যোগও চোখে পড়েনি বাসিন্দাদের। যা নিয়ে পঞ্চায়েত ভোটের আগে ক্ষোভে ফুঁসছেন ময়নাগুড়ি ব্লকের পদমতি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দইয়ারপাড়া, পাঠানেরডাঙ্গা, বালাসন প্রভৃতি গ্রামের বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, ধরলা নদীর ওপর পাকা সেতুর আশ্বাস দিয়েই বাম দলের নেতারা একটার পর একটা নির্বাচন পেরিয়ে গিয়েছেন। এরপর তৃণমূলের তরফেও গত পঞ্চায়েত ভোটের আগে আশ্বাস মিলেছিল। কিন্তু সেই আশ্বাস আজও বাস্তবায়িত হয়নি। বাসিন্দারা বলেন, গত একবছরে দুর্বল কাঠের সেতু দিয়ে পারাপার করতে গিয়ে সেতু থেকে পড়ে মারাত্মক জখম হয়েছেন অনেকে। এক ব্যক্তিকে প্রাণ হারাতেও হয়েছে। এরপর প্রশাসন এবং নেতারা গ্রামে এসে পাকা সেতু গড়ার বিষয়ে আশ্বাস দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

সেতু না থাকায় রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে ভীষণ সমস্যায় পড়তে হয়। বর্ষাকালে এলাকাবাসী কলার ভেলা কিংবা নৌকায় যাতায়াত করে থাকেন।

গত ভোটের আগে এ নিয়ে তাঁরা ভোট বয়কটের হুংকারও দিয়েছিলেন। কিন্তু কাজ হয়নি। গ্রামের প্রবীণ বাসিন্দা শ্রীকান্ত রায়, হরিশ্চন্দ্র রায়, কুঞ্জমোহন রায় প্রমুখ বলেন, ছোটোবেলা থেকেই তাঁরা এখানে সেতু গড়ার কথা শুনে আসছেন। এখন বুড়ো হয়ে গিয়েছেন তাও পাকা সেতুর কাজের কোনো নমুনা তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন না। গ্রামবাসীরা জানান, শুকনো মরশুমে সাঁকো পেরিয়ে চলাচল করলেও বর্ষাকালে ভোগান্তির শেষ থাকে না। তখন প্রায়ই নদীর ওপারে আটকে থাকতে হয়।

এবারে গ্রামে ভোট চাইতে আসা নেতাদের কাছেও তাঁরা তাই কৈফিয়ত তলব করতে ভুলছেন না। স্থানীয় বাসিন্দা দিলীপ রায়, কেশব রায়, সোমারু দাস প্রমুখ বলেন, সেতু না থাকায় রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে ভীষণ সমস্যায় পড়তে হয়। বর্ষাকালে তাঁরা কলার ভেলা কিংবা নৌকায় যাতায়াত করে থাকেন। এ নিয়ে পদমতি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপালি রায় বলেন, 'গ্রামের মানুষের দাবির বিষয়ে তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে তাঁর তরফে চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখা হয়নি বলে তিনি জানান।

অনুখাদ্যের ঘাটতিতেই রায়গঞ্জে ক্ষতি হয়েছে ভুট্টা চাষের

রায়গঞ্জ, ১৫ এপ্রিল ঃ বন্যায় ধানের ক্ষতি মোকাবিলায় কৃষিদপ্তরের পরামর্শে ভুট্টা চাষ করে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে রায়গঞ্জ ব্লকের বেশ কিছু মৌজার চাষিদের। সম্প্রতি এই অভিযোগ সামনে আসতেই তদন্তে নেমেছিল কৃষিদপ্তর। সেই তদন্তে জমির মাটিতে অনুখাদ্যের অভাবের বিষয়টি উঠে এসেছে। উত্তর দিনাজপুর কৃষিবিজ্ঞানকেন্দ্রের বিজ্ঞানী ধনঞ্জয় মণ্ডল তার তদন্ত রিপোর্টে এমনই জানিয়েছে জেলা কৃষিদপ্তরকে। মাটিতে অনুখাদ্যের অভাবে ভুট্টার ফলন সঠিক হয়নি এমনি রিপোর্ট বিদায়ি সপ্তাহে জেলা কৃষি কর্তাদের হাতে আসতেই শোরগোল শুরু হয়েছে।

রায়গঞ্জ ব্লকের একাধিক মৌজায় মাটিতে অনুখাদ্যের অভাবের রিপোর্টে স্বাভাবিকভাবেই উদ্‌বিগ্ন জেলা কৃষিদপ্তর। অনুখাদ্যের ঘাটতি না মিটলে আগামীতে অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রে ফলন মার খাবে। তাহলে ফের ক্ষতিগ্রস্ত হবে চাষিরা। তাই চিন্তায় কৃষিদপ্তর। উত্তর দিনাজপুরের মুখ্য কৃষি আধিকারিক মির ফারহাদ হোসেন রিপোর্ট প্রসঙ্গে বলেন, অনুখাদ্যের ঘাটতির কথা জানিয়েছে কৃষিবিজ্ঞানী তাঁর রিপোর্টে। নিয়মমাফিক সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। মাটি পরীক্ষা করে দেখার পর কী করণীয় চাষিদের তা বলা হবে। এটা লম্বা পদ্ধতিগত বিষয়। কৃষিদপ্তরের চেষ্টা হচ্ছে চাষিরা সয়েল রিপোর্টের ভিত্তিতে চাষ আবাদ করুক। এতে সঠিক ফলন মিলবে।

কৃষিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে। এবারে শীতের শুরুতে ভুট্টা চাষ করেছিল রায়গঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন মৌজার চাষিরা। ধানের পর অন্যতম লাভজনক ফসল হিসাবে এখন উত্তর দিনাজপুরে ব্যাপক হারে হচ্ছে ভুট্টা চাষ। রায়গঞ্জের বিন্দোল, রামপুর, আদির জগদীশপুর ও পশ্চিম গোবিন্দপুরের মতো একাধিক মৌজায় ভুট্টার ফলন মার খেয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল কিছুদিন আগে। সেই অভিযোগের কথা বিভিন্ন মাধ্যমে পৌঁছায় জেলা কৃষিদপ্তরের কানে। এরপর ফলন মার খাওয়ার কারণ জানতে চোপড়া কৃষিবিজ্ঞানকেন্দ্রের মাধ্যমে তদন্তের ব্যবস্থা করে জেলা কৃষিদপ্তর।

গত ২ এপ্রিল রায়গঞ্জের বিভিন্ন মৌজায় পৌঁছে চোপড়া কৃষিবিজ্ঞানকেন্দ্রের বিজ্ঞানী ধনঞ্জয় মণ্ডল ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের সঙ্গে কথা বলে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখেন। বিদায়ি সপ্তাহে সেই তদন্ত রিপোর্ট তুলে দেন জেলা কৃষিদপ্তরের হাতে। এই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে ভুট্টার ফলন খারাপ হওয়ার পেছনে মূলত অনুখাদ্যজনিত সমস্যা। এছাড়াও শীতের সময় তাপমাত্রার হেরফেরে ফলনে সমস্যা হতে পারে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন চোপড়া কৃষিবিজ্ঞানকেন্দ্রের বিজ্ঞানী। এই রিপোর্ট হাতে আসার পর উদ্‌বিগ্ন জেলা কৃষিদপ্তর রায়গঞ্জের বিভিন্ন মৌজায় অনুখাদ্য সংকট মেটাতে সচেষ্ট হয়েছেন।